যুগান্তর

তারিখ ... 15 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ...

সহস্রাধিক কর্মকর্তা সংযুক্ত

শিক্ষা ক্যাডারে সংযুক্তি বাতিলে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংযুক্তি ও প্রেষণ বাতিলের অনুশাসন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক আবুল কালাম শামসুদ্দিন স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ অনুশাসনের কথা জানানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এতে সংযুক্তি ও অনুশাসন বাতিল করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজ নিজ কর্মস্থলে ফেরত পাঠানোর নির্দেশনাও আছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব। নাম প্রকাশ না করে ওই কর্মকর্তা বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শিগগিরই শুরু করা হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, 'আমি জেনেছি সংযুক্তি বাতিলের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি অনুশাসন দিয়েছেন। প্রেষণ সম্পর্কে আছে কিনা আমি জানি না। অনুশাসনটি এখন পর্যন্ত আমার হাতে পৌঁছায়নি। তবে প্রেষণের পদায়ন বাস্তব কারণেই প্রয়োজন আছে। কেননা, এমন অনেক পদ আছে যা রাজস্ব খাতের নয়। কিন্তু সেখানে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তার পদায়ন দরকার। আবার বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ওইসব পদের কর্মকর্তাদের বেতন বহন করে সংশ্লিষ্ট বোর্ড।'

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের পরিচালক আবুল কালাম শামসুদ্দিন স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়, 'মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার আওতাধীন বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্যদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরসহ অন্যান্য দফতর ও সংস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজে প্রেষণ/সংযুক্তি থাকা আদেশ বাতিল করে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফেরত পাঠানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। সরকারি কলেজে সুষ্ঠু পাঠদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অনুশাসন প্রদান করেছেন।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বছরের পর বছর ঢাকাসহ বড় শহরের বিখ্যাত কলেজ ও সরকারি দফতরে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা চাকরি করছেন। এ ক্ষেত্রে এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে পদ নেই, কিন্তু রহস্যজনক কারণে সংযুক্তি নিয়ে আছেন তারা। মুখচেনা কিছু ব্যক্তিই ঘুরেফিরে এই সুবিধা পাচ্ছেন। কখনও যদি কাউকে বড় কোনো অপরাধে ঢাকার বাইরে বদলি এমনকি স্ট্যান্ডরিলিজ করা হয়, তারপরও তারা অদৃশ্য কারণে ফিরে আসেন। সারা দেশে এমন কর্মকর্তা দু'হাজারের বেশি। এর মধ্যে একহাজারই আছেন সংযুক্তিতে। সংযুক্তির এ সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন মাউশির মহাপরিচালক।

সংশ্লিষ্টরা জানান, এভাবে সংযুক্তি, প্রেষণ আর শহরের কলেজে অপ্রয়োজনীয় পদায়নের কারণে শিক্ষক সংকটে ধুঁকে থাকে মফস্বলের কলেজ। সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা আরও বেশ কয়েকটি কারণে শিক্ষক পাচ্ছেন না। তা হচ্ছে, শিক্ষাছুটিসহ বিভিন্ন ধরনের ছুটির কারণে পদশূন্যতা।

মাউশির জানুয়ারির হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশের ৩১৬টি সরকারি কলেজে মোট ১৫ হাজার ২৮৯টি শিক্ষকের পদ আছে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৭৫৪টি পদই শূন্য। সবচেয়ে-বেশি শূন্য প্রভাষকের পদ। এ পদে ৩ হাজার ১৩০টি খালি আছে। এখানে অনুমোদিত পদ ৭ হাজার ৮০০। ৪ হাজার ২০০ সহকারী অধ্যাপক পদের ৩০৯টি খালি। আড়াই হাজার সহযোগী অধ্যাপক পদের মধ্যে ১২০টি শূন্য। ৮৩৪টি অধ্যাপক পদের ১৯৫টি খালি আছে।